যুগান্তর

তারিখ ... 04 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ...

প্রাথমিকে সময়মতো বই দেয়া নিয়ে শংকা

ছাপার কাজ নিয়ে বিশ্বব্যাংক মুদ্রণকারী দ্বন্দ্ব

মুসতাক আহমদ

আগামী বছরের প্রথম দিন প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই না পাওয়ার আশংকা রয়েছে। বই ছাপার টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও মুদ্রণকারীদের মধ্যে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তার প্রভাবেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

মাধ্যমিকের বিনামূল্যের বই ছাপা শেষে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ শুরু হয়েছে। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত প্রাথমিকের বই ছাপা কাজ শুরুর প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াই শেষ হয়নি। জানা গেছে এনসিটি এখন পর্যন্ত ছাপা কাজ আরম্ভের জন্য লিখিত আদেশ দেয়নি। প্রক্রিয়া যে পর্যায়ে আছে, তাতে ছাপা কাজ শুরু করতে আরও কমপক্ষে ৪-৫ দিন সময় লাগবে। এরপর ছাপা কাজ শেষ করতে আইন অনুযায়ী (পিপিআর-পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস) মুদ্রণকারীদের ৯৮ দিন সময় দিতে হবে। সেই হিসাবে তারা বই সরবরাহের জন্য আগামী বছরের ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময় পাবেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ হিসাবে মুদ্রণকারীদের ধরার রাস্তাটি বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে তারা (মুদ্রণকারী) দয়া না করলে ১ জানুয়ারি বই দেয়া সম্ভব হবে না। জানতে চাইলে এ বই ছাপার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য (পাঠ্যবই) অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী ২২ সেপ্টেম্বর মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, 'মুদ্রণকারী ও বিশ্বব্যাংকের দ্বন্দ্বের কারণে সৃষ্ট জটিলতায় আমরা প্রায় ১ মাস পিছিয়ে গেছি। এ কারণে গোটা প্রকল্পই এখন ব্যর্থ হওয়ার শংকা তৈরি হয়েছে।' তিনি বলেন, 'গত বছরের তুলনায় এবার এক মাস পর চুক্তি করলাম। চুক্তির পর বই উপজেলায় পৌঁছানো পর্যন্ত আইনত ১১১ দিন সময় পাবেন মুদ্রণকারীরা। সেই হিসাবে একটা ঝুঁকি থেকে যায়। এরপর যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে বা মিলগুলো বইয়ের কাগজ ঠিকমতো দিতে না পারে, তাহলে বাড়তি সংকটের আশংকাও থেকে যায়। এ কারণেই আমরা এরই মধ্যে ২১ সেপ্টেম্বর দরদাতা ২২ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে নিয়ে বসেছিলাম। তাদের সময়মতো বই দিতে অনুরোধ করেছি। তাদের বলেছি, আইনের দিকে তাকিয়ে নয়, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে আপনারা বই সরবরাহ করবেন। শ্রমিকদের বিশেষ করে বাইন্ডার্সদের ছুটি কমিয়ে দিতে অনুরোধ করেছি। তারা রাজি হয়েছে। এরপরও আমরা কঠোর মনিটরিংয়ের

শংকা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

শংকা : বই দেয়া নিয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উদ্যোগ নিয়েছি। এ লক্ষ্যে আমরা বিশেষ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছি। আশা করছি, মুদ্রণকারীদের সহায়তা পেলে আমরা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারব।'

জানা গেছে, ছাপা কাজ শুরুর আগে মুদ্রণকারীদের তিনটি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হয়। তা হচ্ছে- বইয়ের কাগজের মান পরিদর্শন, বইয়ের ভুলশুদ্ধি নিশ্চিত এবং চূড়ান্ত অনাপত্তি গ্রহণ। এ তিনটির প্রথম দুটি শেষ হয়েছে। শেষেরটি সম্পন্ন হলেই ছাপার কাজ শুরু হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কাজ পাওয়া ২২ প্রতিষ্ঠানের একটির স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রণশিল্প সমিতির সাবেক এক সভাপতি নাম প্রকাশ না করে যুগান্তরকে বলেন, 'পাঠ্যবই আমরা লাভের জন্য ছাপি না। এটা জাতীয় কর্তব্য হিসেবেই নিয়ে থাকি। এ বছর ভিন্ন কারণে বিলম্ব হয়েছে। এর দায় আমরা শিশুর ওপর চাপাব না। রাতদিন করে হলেও ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার চেষ্টা করব।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের এখন আগের চেয়ে দৈনিক ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বেশি উৎপাদন করতে হবে। দৈনিক ১৬ ঘণ্টার পরিশ্রমে প্রকল্প সফল করা সম্ভব।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, বিশ্বব্যাংক এবং মুদ্রণকারীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে প্রায় এক মাস সময় কেটে যায়। জটিলতা তৈরি না হলে এবং স্বাভাবিকভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারলে মুদ্রণকারীদের ২০ নভেম্বরের মধ্যে বই উপজেলায় পৌঁছানোর বাধ্যবাধকতা ছিল। এরপর সেখান থেকে স্কুল পর্যন্ত বই পৌঁছাতে বাকি ৪০ দিন সময় হাতে রাখা হয়। কিন্তু এবার যদি ২৯-৩০ ডিসেম্বর বই উপজেলায় পৌঁছানো সম্ভবও হয় তাহলে তা কবে নাগাদ চর-হাওর-বাঁওড় বা পাহাড়ের প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছানো যাবে তা নিশ্চিত নয়।

এনসিটিবি কর্মকর্তারা জানান, বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সরকারের চুক্তি অনুযায়ী এই স্তরের বইয়ের 'নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড' (এনওএ) দেয়ার আগে তাদের (বিশ্বব্যাংক) অনুমোদন নিতে হবে। কিন্তু প্রাক্কলিত দরের (যে দামে সরকার বই ছাপাতে চায়) চেয়ে মুদ্রণকারীরা কম রেট দেয়ায় বইয়ের মান নিয়ে উদ্বেগ জানায় বিশ্বব্যাংক। তারা পুনঃটেন্ডার দেয়ার জন্য এনসিটিবিকে পরামর্শ দেয়। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে এনসিটিবির কর্মকর্তারা রাজি হননি। পরে বিশ্বব্যাংক বইয়ের মান নিশ্চিতের নামে পাঁচটি শর্ত দেয়। কিন্তু এতে রাজি হননি মুদ্রণকারীরা। তারা জানিয়ে দেন, টেন্ডার সিডিউল চূড়ান্ত হওয়ার পর নতুন শর্ত দেয়ার কোনো বিধান পিপিআরে নেই। এ নিয়ে উভয়পক্ষে সৃষ্টি হয় টানাপোড়েন। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাংক এনওএ অনুমোদন প্রক্রিয়া আটকে রাখে। শেষপর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ জটিলতায় হস্তক্ষেপ করেন। ৩১ আগস্ট তিনি সকালে মুদ্রণকারী এবং বিকালে বিশ্বব্যাংকসহ দাতা সংস্থার দেশীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি বিশ্বব্যাংকের দেয়া পাঁচ শর্তের মধ্যে একটি মানাতে সক্ষম হন। বাকিগুলোর আইনত ভিত্তি না থাকায় অবশ্য তাতে মুদ্রণকারীদের রাজি করা সম্ভব হয়নি। পরে বিকালের বৈঠকে তিনি বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদেরও 'নরম' করাতে সক্ষম হন।

জটিলতা চলাকালেই এনসিটিবি এনওএ গ্রহণের জন্য মুদ্রণকারীদের আহ্বান জানায়। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেননি। পরে কুরিয়ার সার্ভিসযোগে এনওএ পাঠানো হয় মুদ্রণ কাজ পাওয়া ২২ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায়। শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে জটিলতার অবসান হলে ১ সেপ্টেম্বর মুদ্রণকারীরা এনওএ গ্রহণ করেন। এরপর বই ছাপা কাজের চুক্তি করার জন্য তাদের ১৫ কর্মদিবস দিতে হয়েছে। সেই হিসাবে ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট মুদ্রণকারীরা এনসিটিবির সঙ্গে বই ছাপার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে প্রায় দুই কোটি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এদের জন্য সরকার এবার প্রায় সাড়ে ১১ কোটি বই ছাপছে। এসব বই ছাপানোর জন্য সরকার ৩৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করেছিল। কিন্তু দেশীয় মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের ঠেকাতে সিন্ডিকেট করে সর্বনিম্ন ২২১ কোটি টাকা দর দেয়। এনসিটিবির নির্ধারিত দরের চেয়ে যা ১০৯ কোটি টাকা কম। এ দরের কারণেই বিশ্বব্যাংক বই ছাপার মান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। তারা যে ৫টি শর্ত দিয়েছিল তা হচ্ছে— বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব টিম বই ছাপাপূর্ব, ছাপাকালীন এবং ছাপা-পরবর্তী পরিদর্শন, তদারকি, দেখভাল করবে। ছাপার আগে কাগজের নমুনা, ছাপার নমুনা এবং বই বাঁধাইয়ের পর বইয়ের নমুনা তাদের কাছে পাঠাতে হবে। ছাপার সময় তাদের টিম আকস্মিক যে কোনো প্রেস পরিদর্শন করতে পারবে। বই ছাপা শেষে উপজেলায় পৌঁছানোর পর তা আবার নিরীক্ষা হবে। ছাপা কাজের গুণগত মান নিশ্চিত হলেই ছাপার বিল দেয়া হবে। আর পারফরম্যান্স গ্যারান্টি (পিজি-ব্যাংক থেকে অর্থ পাওয়ার নিশ্চয়তা) ১০ ভাগের পরিবর্তে ২৫ ভাগ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পর মুদ্রণকারীরা শেষ শর্ত আংশিক মেনে নিয়ে পিজি ১৫ শতাংশ করছে।